গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা
মৎস্য ভবন, রমনা ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

স্মারক নম্বর -৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০১.২৫. ০১ | তারিখ : ০৭ /০১/ ২০২৬ খ্রি.

বিষয় : হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি'র" ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্র : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০১/০১/২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.০০০.১২৭.৯৯.০০৫.২৫-০১ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৮/১২/২০২৫ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সভাপতিত্বে হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি'র" ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, **"হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে জেলা ও উপজেলা কমিটি সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে"** (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি'র" ২য় সভার কার্যবিবরনীর ২নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক সভা আহবানপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ অত্র অধিদপ্তরকে আগামী ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

০৭/০১/২০২৬

(বরুন চন্দ্র বিশ্বাস)
উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)
ফোন: ০১৭১৫৫৭৬৮৯১
ইমেইল: borunbiswas19@gmail.com

পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর,ঢাকা বিভাগ,ঢাকা/সিলেট বিভাগ, সিলেট/
ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা ।

স্মারক নম্বর - ৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০১.২৫. ০১/(৫)/১ | তারিখ : ০৭ /০১/ ২০২৬ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন, মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার/সিলেট/হবিগঞ্জ/ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া/নেত্রকোনা/কিশোরগঞ্জ।
৪. সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার),মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা...।
৬. অফিস কপি।

০৭/০১/২০২৬

(ইসফাত আরা মিশু)
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮০৬৫৩
ই-মেইল: jalmahaldof@gmail.com

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.৯৯.০০৫.২৫.০১

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি'র" ২য় সভার কার্যবিবারণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: এ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য-২ শাখার ১৪/১২/২০২৫ তারিখের নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.৯৯.০০৫.২৫.৪৬৫ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৮/১২/২০২৫ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সভাপতিত্বে হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি'র" ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পৃষ্ঠা।

০১.০১.২০২৬
(ছাইদা আক্তার পরাগ)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০০৮১
ই-মেইলঃ fisheries-2@mofl.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সিলেট/ময়মনসিংহ/ঢাকা/চট্টগ্রাম);
৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা;
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ১৭১-১৭২, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম;
৭. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা;
৯. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, ঢাকা;
১০. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;
১১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা;
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ;
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা;
১৪. মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা;
১৫. মহাপরিচালক, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা;
১৬. ডীন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, সিলেট/শের-ই-বাংলা/বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;
১৭. যুগ্মসচিব (মৎস্য অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৮. পরিচালক, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গল-৩২১০, মৌলভীবাজার;
১৯. প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা), বাড়ী নং- ১৫/এ (৪র্থ তলা), রোড-৩, ধানমন্ডি, ঢাকা;
২০. সভাপতি, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ৮/৬ (১ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
২১. পরিচালক, বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ (বারসিক), ফ্ল্যাট নং ৬/এ, বাসা-৩/১, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা;
২২. প্রধান নির্বাহী পরিচালক, উন্নয়ন বিকল্পের নীতিনির্ধারণী গবেষণা (UBINIG), বাড়ী # ১৯, সড়ক # ১১, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯;

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০২. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৩. সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
০৪. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৫. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-২ শাখা

হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি"র ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.

সময় : বিকাল ৪:০০ ঘটিকা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক" তে সন্নিবেশিত।

সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভা আরম্ভ করেন। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অবহিত করেন যে, হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি'র ১ম সভা বিগত ১৪ আগষ্ট ২০২৫ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে "জাতীয় কমিটি"র আজকের এই সভা। সভায় এ প্রসঙ্গে সভাপতি জানান যে, হাওর অঞ্চলে বর্ষা মৌসুম শেষে পানি কমতে থাকে। তাই এসময়টি রবি শস্য চাষের উপযুক্ত সময় হওয়ায় হাওর এলাকা জুড়ে বোরো ধান চাষ শুরু হয়। বোরো ধানের সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিতকল্পে কৃষকগণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বালাইনাশক ব্যবহার করে থাকেন। ফসলে অনিয়ন্ত্রিত বালাইনাশক ব্যবহার হাওরে মাছ ও গরু ছাগল পালনের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষিতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। তিনি বলেন, হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যকে বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সকলের আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার।

০২। উপসচিব (মৎস্য-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় কমিটি'র ১ম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনা করেন । তিনি জানান যে, হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কমিটি'র ১ম সভায় আটটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত আটটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

০৩। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় জানান, বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান, কৃষকদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে 'খামারী এ্যাপস' চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মৌজার মাটির ধরণ অনুযায়ী মৌসুমভিত্তিক ফসল নির্বাচন, প্রয়োজনীয় সারের নাম ও পরিমাণ, বীজের উৎস, বীজহার, প্রয়োজনীয় বালাইনাশকের নাম ও পরিমাণ 'খামারী এ্যাপস' ব্যবহার করে কৃষকরা জানতে পারবেন। তিনি আরো জানান, বালাইনাশক ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রমটি প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এটি চূড়ান্ত হলে বালাইনাশকের ব্যবহার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে পরিসংখ্যানগত তথ্য উপস্থাপন করে তিনি জানান, বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৩৫ টি জেনেরিক নামের ৮১০০ টি

বাণিজ্যিক ব্রান্ডের বালাইনাশক বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। এগুলো সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর; বাংলাদেশে এর কোনটিই উৎপাদন হয় না, তবে কিছু কিছু বালাইনাশক মিক্সিং হয় । বর্তমানে বাংলাদেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আমদানিকারকের সংখ্যা ৯৫০টি এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৩০ ও ৮০০০ এর অধিক ।

০৪। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ফসলের জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে প্রাণিসম্পদের ক্ষতিকর বিষয়ে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার একটি কেইস স্টাডি উল্লেখ করেন। সেখানকার কিছু চাষি বাঁধাকপি ক্ষেতে অর্গানোফসফরাস জাতীয় বালাইনাশক ব্যবহার করেছিলেন। বাঁধাকপি বাজারজাত করার পর অবশিষ্ট কিছু বাধাঁকপি ক্ষেতে থেকে যায় এবং ক্ষেতটিতে প্রায় ৭০ টি গবাদিপশু চড়ানো হয় । বাধাঁকপি খেয়ে ৫৮ টি গরু সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রাণিসম্পদ বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও ৮টি গরুকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং খাদ্যে টক্সিসিটি উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে নমুনা পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা ফি অনেক বেশি হওয়ায় সবসময় এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিবর্তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরীতে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং খাদ্যে টক্সিসিটি নমুনা পরীক্ষার প্রস্তাব করেন।

০৫। সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক **কার্বোফুরান** নামক বালাইনাশক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি বাজারে বিপণন কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। তিনি ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের পরিবর্তে জৈব বালাইনাশকসহ যে সকল বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনাপূর্বক বালাই ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগের প্রস্তাব করেন। তিনি আরো বলেন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় উল্লেখ করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা সহজ হয়। তিনি তুলনামূলকভাবে কম খরচে National Institute of Biotechnology (NIB) এবং Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research (BCSIR) এর ল্যাব.ব্যবহার করা যায় কিনা তা যাচাই করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও জানান, আসন্ন বোরো মৌসুমে হাওর অধুষ্যিত ০৭টি জেলায় কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে কৃষকদের নিবিড় সর্ম্পক থাকায় কৃষকদের বালাইনাশক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে।

০৬। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় টক্সিসিটি পরীক্ষার জন্য National Institute of Biotechnology (NIB) এবং Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research (BCSIR) এর ল্যাবরেটরি ব্যবহারের বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। তাছাড়া Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) হতেও সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে টক্সিসিটি পরীক্ষার প্রয়োজনে অর্থের সংস্থান সমন্বয় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৭। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) এর প্রতিনিধি জানান, অদ্যাবধি বাজারে প্রাপ্ত বালাইনাশকের বোতলে/প্যাকেটে বালাইনাশক ব্যবহার নির্দেশিকা পাওয়া যায়নি। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে বালাইনাশকের বোতলে/প্যাকেটে সহজ ও স্পষ্ট বাংলায় লিখিত বালাইনাশক ব্যবহার নির্দেশিকা সংযুক্ত করার অনুরোধ করেন। বালাইনাশক ব্যবহার নির্দেশিকায় বালাইনাশক ব্যবহারের সময় কি ধরণের পোষাক ও সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারও উল্লেখ করতে হবে মর্মে তিনি জানান। বাজারে প্রাপ্ত অধিকাংশ 'জৈব বালাইনাশক' নিম্নমান সম্পন্ন যা স্বল্পমূল্যে কৃষকরা ক্রয় করে প্রতারিত হচ্ছেন বলে তিনি জানান। কৃষকের স্বাস্থ্য, ভোক্তার স্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষা ও সর্বোপরি পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণের

পাশাপাশি জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষকদের বালাইনাশক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

০৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা জানান, আমদানির বাইরেও পার্শ্ববর্তী দেশ হতে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে বালাইনাশক প্রবেশ করে। তাছাড়া, অধিকাংশ কৃষক নিজের জ্ঞানে বালাইনাশক ব্যবহার করে যা পরিবেশ তথা কৃষকের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের সচেতন করতে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

০৯। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বলেন, ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত। হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, মাঠ পর্যায়ের কমিটিকে কার্যকর করাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০। সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেন, বালাইনাশকের বাজার অনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং সুনির্দিষ্ট ব্যবহার নির্দেশিকা না থাকায় কৃষকরা ভালো ফলন পেতে মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করেন। প্রেসক্রিপশন ব্যবহারের মাধ্যমে বালাইনাশক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রস্তাব করেন; যাতে করে সঠিক বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়ার পাশাপাশি বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমবে।

১১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে 'Pesticide Risk Reduction in Bangladesh (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে হাওর অধুষ্যিত ০৭ টি জেলায় বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তিনি আরও জানান যে, কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের (এসএএও) সাথে কৃষকদের নিবিড় সম্পর্ক থাকায়, এ বিষয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারবেন।

১২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানান যে, বালাইনাশক বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যেখানে রেজিষ্ট্রেশনকৃত বালাইনাশক বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার বিধান রয়েছে। স্থানীয়ভাবে হাওর অধুষ্যিত ০৭ টি জেলায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদেরকে বালাইনাশক ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করাসহ পাইলটিং হিসেবে বালাইনাশকের নিয়ন্ত্রিত বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

১৩। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানান, কৃষিখাতে বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণে 'জাতীয় কমিটি' ছাড়াও জেলা ও উপজেলা কমিটি রয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে হাওর অধুষ্যিত ০৭ (সাত) টি জেলায় কৃষিখাতে বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

১৪। সভাপতি বলেন, সকলের আন্তরিক উপস্থিতি এবং আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৎস্য, প্রাণি ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের প্রভাব চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগ/উৎকণ্ঠার। প্রাথমিকভাবে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণের লক্ষ্যে হাওর অধ্যুষিত ০৭ টি জেলায় পাইলটিং হিসেবে বালাইনাশকের নিয়ন্ত্রিত বিপণন প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। কৃষকের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অংশীজনদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত জেলা ও উপজেলা কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরো বলেন, বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে

গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে বোরো মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে একটি সভা আহ্বান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার অনুরোধ জানান।

১৫। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১.	আসন্ন বোরো মৌসুমে হাওর অধ্যুষিত ০৭ টি জেলায় বালাইনাশক বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	১। কৃষি মন্ত্রণালয়; ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
০২.	হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে জেলা ও উপজেলা কমিটি সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;	১। জেলা কমিটি; ২। উপজেলা কমিটি; ৩। মৎস্য অ ধিদপ্তর; ৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
০৩.	বালাইনাশকের বোতল/প্যাকেটের সাথে বালাইনাশক ব্যবহার নির্দেশিকা সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করতে হবে;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৪.	হাওর অধ্যুষিত ০৭টি জেলায় কৃষকদেরকে বালাইনাশক ব্যবহার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;	১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; ২। মৎস্য অধিদপ্তর; ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
০৫.	NIB, BCSIR, এবং BARI এর ল্যাবরেটরিতে পশুখাদ্য হিসেবে ফসলের অবশিষ্টাংশ, মৎস্য ও প্রাণি খাদ্য এবং ফসল, মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমে বালাইনাশক টক্সিসিটি পরীক্ষা করা যায় কিনা তা যাচাই করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	১। মৎস্য অধিদপ্তর; ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
০৬.	ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের পরিবর্তে জৈব বালাইনাশকসহ অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা [সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), Good Agricultural Practice (GAP)] জোরদার করতে	১। কৃষি মন্ত্রণালয়; ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
০৭.	হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে 'অ্যাকশন প্ল্যান' আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং	মৎস্য অধিদপ্তর
০৮.	হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটি"র ৩য় সভা বোরো মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে আহবান করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১৬। সভায় আন্তরিক অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফরিদা আখতার ৮০.১২.২৪
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় কমিটির" সভার উপস্থিতি:

সভার তারিখ : ১৮/১২/২০২৫ খ্রি.
সময় : বিকাল ৪:০০ ঘটিকা
স্থান : **এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।**

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	মোঃ কবির হোসেন সিনিয়র সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭১১৬৭২৯১২	[signature]
২.				
৩.	মো: ইমাম উদ্দীন কবীর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) বিএডিসি	বিএডিসি	০১৭১৫০২৪৪৮১	[signature]
৪.	মোঃ ফিরোজ উদ্দিন অতিরিক্ত সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	01707008013	[signature] ১৮/১২/২৫
৫.	সৈয়দা নওয়ারা জাহান অতিরিক্ত সচিব	MOFL	0171-353174	[signature]
৬.	ড. মোহাম্মদ মাসুদ আলম যুগ্মসচিব	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	০১৭১৭৮৮৪৪২৪	[signature]
৭.	মোঃ হাসানুজ্জামান যুগ্মসচিব	MoFL		[signature]

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
৮.	মো: ইলিয়াস হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	MOF	01517268273 sa@mofl.gov.bd	
৯.	সুমন চন্দ্র বিশ্বাস উপসহকারী পরিচালক ([illegible])	DoF	01715576821 [illegible]@gmail.com	
১০.	মুহম্মদ মিজানুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ([illegible])	DOF	01920004774 rahamanmm_50@yahoo.com	
১১.	মাহবুবা খানম তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)	FLID	01712442177 mk.hiya91@gmail.com	
১২.	মোঃ আইয়ুব আলী প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা	Bangladesh Water Debelopmet Board.	01712286910 ayubalibwdb1972@gmail.com	
১৩.	ড. ছাদেক আহমেদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	BLRI	01712189212	
১৪.	Abul Kalam Azad Life member	CAB	01715591207	
১৫.	ড. মোঃ [illegible] [illegible]	[illegible]	০১৭১২০২৮৬৫০	

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৬.	ড. মোঃ বাহাদুর রহমান মহাপরিচালক (মো:)	মৎস্য অধিদপ্তর,	01711118851	[signature] ২১/০৫/২০২৪
১৭.	এস.এম. মোস্তফা উদ্দিন মহাপরিচালক	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	01715941904	[signature]
১৮.	মোঃ মামুন আমান সিনিয়র তথ্য অফিসার	MoFL	01718466363	[signature]
১৯.	ছাইদা আক্তার পরাগ DS	MOFL	01716057888	[signature]
২০.				
২১.				
২২.				
২৩.				
২৪.				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা
www.fisheries.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০১.২৫.১৬৬ তারিখ: ১২/০৮/২০২৫ খ্রি.

বিষয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্র : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/ সীমিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২০-০৫-২০২৫ তারিখে একসভা অনুষ্ঠিত হয় **(সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত)**।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১২/০৮/২০২৫

(বরুন চন্দ্র বিশ্বাস)
উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)
ফোন: ০১৭১৫৫৭৬৮৯১
ইমেইল: borunbiswas19@gmail.com

পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/চট্টগ্রাম বিভাগ,কুমিল্লা/
সিলেট বিভাগ,সিলেট/ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ ।

স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০১.২৫.১৬৬/২(৬) তারিখ: ১২/০৮/২০২৫ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য),মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন,মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল)----------।
৪. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল) ----------।
৫. সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. সংশ্লিষ্ট নথি।

১২/৮/২৫

(ইসফাত আরা মিশু)
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮০৬৫৩
ই-মেইল: jalmahaldof@gmail.com

অতীব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

Dr Maqsudul Hque
A Mishu

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	ফরিদা আখতার মাননীয় উপদেষ্টা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২০ মে ২০২৫
সময়	:	সকাল ১০.০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার উপস্থিতি	:	**তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব), সভার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি তুলে ধরে বলেন, সম্প্রতি বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং নিষিদ্ধ বালাইনাশকের সহজলভ্যতার কারণে বিভিন্ন স্থানে মাছ ও গবাদি পশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, শুধু মাছ ও পশু নয় বালাইনাশক মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্যও সমান ক্ষতিকর। তাই বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, নিষিদ্ধ বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যালোচনান্তে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে/সীমিতকরণে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অংশীজন সভা আহ্বান করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, কৃষিক্ষেত্রে অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে বিধায় অবিলম্বে এর নিয়ন্ত্রণে/সীমিতকরণে দ্রুত, কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এই বিষয়টি কোনো একটা মন্ত্রণালয়ের একক দায়িত্ব নয় বরং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগেই কাংখিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরো বলেন, বালাইনাশকের সার্বিক ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা হলেও, হাওর অঞ্চলে কৃষিতে বালাইনাশকের ব্যবহারের কারণে মাছসহ জলজ প্রাণবৈচিত্র্যে যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে কতিপয় আশু পদক্ষেপ গ্রহণ সভার মূল উদ্দেশ্য।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এবং ডা. বেগম শামছুননাহার আহম্মদ, পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয়, হাওর অঞ্চলের ৭টি জেলার মধ্যে কিশোরগঞ্জ ও সিলেট জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তীব্র/মধ্যম মাত্রার ক্ষতিকর বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়। মূলত বোরো ধান, রবিশস্য ও সবজি চাষে এগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণ কৃষকের বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও বালাইনাশক ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণের অভাবে এধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কতিপয় বালাইনাশকের অপেক্ষমান কাল বেশি হওয়ায় সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশের ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া, এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর অধিক মুনাফার আকাঙ্ক্ষার কারণে ভেজাল, অনুনমোদিত বালাইনাশকও ব্যবহৃত হচ্ছে বলে উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয়। এ পর্যায়ে, সভাপতি উপস্থিত সকলকে প্রাথমিকভাবে হাওর অঞ্চলে ক্ষতিকর বালাইনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/সীমিতকরণে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

০৩। কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (CAB) এর প্রতিনিধি জনাব মনজেরে আহসান মোঃ গোলাম কিবরিয়া জানান যে, বালাইনাশক ব্যবহার বিষয়ক আইন বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে সংশোধন ও হালনাগাদ করা,

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের বালাইনাশক ক্রয়,ব্যবহারের নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতন করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

০৪। জনাব রবিউল ইসলাম চুন্নু, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর, উন্নয়ন বিকল্পে নীতিনির্ধারণী গবেষণা বলেন, আগাছানাশক বা হার্বিসাইড প্রয়োগের ফলে ঘাস ও আগাছা বিষাক্ত হয়ে যায় যা খেয়ে গবাদিপশুর মৃত্যু ঘটে। তিনি আরো বলেন, মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে বালাইনাশকের ব্যবহার কমানো সম্ভব। তিনি কৃষকদের বালাইনাশক ক্রয় ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানেরও প্রস্তাব করেন।

০৫। জনাব পাভেল পার্থ, পরিচালক, BARCIK, আগাছানাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিষিদ্ধ বালাইনাশকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য মনিটরিং জোরদারকরণ, জলাধারের পাশে ব্যাটারী কারখানা নিষিদ্ধকরণ, ট্রান্সবাউন্ডারী মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন, শিল্পের বর্জ্য জলাধারে অপসারণ বন্ধসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের জন্য পৃথক পৃথক পদক্ষেপের সুপারিশ করেন। তিনি চা বাগানে ব্যবহৃত বালাইনাশক যাতে হাকালুকিসহ অন্যান্য হাওরের পানি ও মাছের ক্ষতি করতে না পারে, সে লক্ষ্যে চা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সমন্বিতভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। স্থানীয় শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বয়ে প্রচারণা জোরদার করার বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেন।

০৬। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব ফাহমিদা হক খান (উপসচিব) বলেন, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত যে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কমিটি রয়েছে সেগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বালাইনাশক আমদানি ও বিক্রির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করারও পরামর্শ প্রদান করেন।

০৭। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব জাহিদ হোসেন সিদ্দিক (উপসচিব) একইভাবে উল্লিখিত কমিটিগুলোকে আরো কার্যকর করার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া, অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন ভারত ও চীন বালাইনাশকের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য যে ধরণের প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার করে তা অনুসরণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৮। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম (যুগ্মসচিব) বালাইনাশক ব্যবহার সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালাগুলো পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের উপর জোর দেন। তিনি এ সম্পর্কিত কমিটিগুলো কার্যকার করার পাশাপাশি সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

০৯। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান (যুগ্মসচিব) বলেন, বালাইনাশক ব্যবহারে মাটি ও পানির ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তা বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বালাইনাশক ও উপকরণ আমদানি নিষিদ্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব আহমেদ ফয়সল ইমাম বলেন, সময়োপযোগী আইন, বিধিমালা প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে ইতোপূর্বে বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও নিষিদ্ধ বালাইনাশকের ব্যবহার পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয়নি। বালাইনাশক আইন, ২০১৮ এর আলোকে বালাইনাশক বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বিধিমালা জারি হলে বালাইনাশক আমদানি, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদন করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা দ্বারা স্ব স্ব এলাকায় ব্যবহৃত বালাইনাশক বিষয়ে (যেমন: সঠিক নিয়মে বালাইনাশকের ব্যবহার, নিষিদ্ধ, ভেজাল বা অননুমোদিত বালাইনাশক) সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করত এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে বালাইনাশকের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

১১। ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর, যুগ্মসচিব (ব্লু ইকোনমি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত বালাইনাশক বিধিমালা হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

১২। জনাব শাহীনা ফেরদৌসী, যুগ্মসচিব (মৎস্য) বলেন, হাওর অঞ্চলের জেলাগুলোতে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করে বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগনকে সচেতন করা যেতে পারে।

১৩। ড. মোঃ আবদুর রউফ, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর বলেন, বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণে ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং জনগণকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নের পাশাপাশি এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

১৪। ড. মোঃ আবু সুফিয়ান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "বিশ্ব মৌমাছি দিবস" এর তাৎপর্য তুলে ধরে ফসল ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক পরাগায়নে মৌমাছিসহ অন্যান্য উপকারী কীটপতঙ্গের গুরুত্ব এবং এদের উপর বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাবের উপর আলোকপাত করেন। তিনি আরও বলেন, বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মোকাবিলায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।

১৫। জনাব মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধানের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বালাইনাশকের বিকল্প উদ্ভাবন করা দরকার যাতে উপকারী পোকামাকড়ের ক্ষতি না করে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করা সম্ভব হয়।

১৬। জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, সচিব (রুটিন দায়িত্ব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বালাইনাশক ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি এবং এ জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিপিএটিসিসহ সকল প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ মডিউলে বালাইনাশক সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকদ্বয়কে অনুরোধ করেন যাতে তারা সকল উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তারা যদি বালাইনাশকের অপব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন তবে যেন তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে রিপোর্ট করেন এবং রিপোর্টের অনুলিপি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন।

১৭। সভাপতি "বিশ্ব মৌমাছি দিবস" সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার জন্য এবং বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আলোচনায় বিষয়টি সম্পৃক্ত করার জন্য মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উপকারী কীটপতঙ্গ যেমন: মৌমাছি ফসল ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই অপ্রয়োজনীয় ও মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে এসব উপকারী পোকামাকড়ের মৃত্যু না ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বালাইনাশক নিয়ন্ত্রণের সাথে এর উৎপাদন, আমদানী, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবহার এমন কি ট্রান্সবাউন্ডারী ব্যবস্থাপনা জড়িত বিধায় সভাপতি পরবর্তী সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং চা-বোর্ডের প্রতিনিধি, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহার বাংলাদেশেও বন্ধ করা উচিত। যেহেতু হাওর অঞ্চলে ব্যাপক ও অপরিকল্পিতভাবে বালাইনাশক ব্যবহার করা হয় সেহেতু প্রাথমিকভাবে বালাইনাশক ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর ও সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একশন-ওরিয়েন্টেড আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের জন্য সভাপতি বলেন। একইসাথে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ক্ষতিকর এবং নিষিদ্ধ বালাইনাশকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য হাওর অঞ্চলের জেলাগুলোতে সেমিনার/সভা আয়োজনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

-৪২

১৮। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) হাওর অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে কৃষিখাতে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ/ সীমিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হলো:

(১) **জাতীয় কমিটি:**

ক্র:নং	কমিটির সদস্য	কমিটিতে পদবি
০১.	উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
০২.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩.	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫.	সচিব, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬-০৯.	বিভাগীয় কমিশনার (সিলেট/ময়মনসিংহ/ঢাকা/চট্টগ্রাম)	সদস্য
১০.	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার	সদস্য
১৭.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২০.	মহাপরিচালক, চা বোর্ড	সদস্য
২১-২৩.	ডীন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, সিলেট/শের-ই-বাংলা/বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৪.	পরিচালক, চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
২৫.	প্রতিনিধি, বেলা	সদস্য
২৬.	প্রতিনিধি, ক্যাব	সদস্য
২৭.	প্রতিনিধি, UBINIG	সদস্য
২৮.	প্রতিনিধি, BARCIK	সদস্য
২৯.	যুগ্মসচিব (মৎস্য অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(২) **জেলা কমিটি:**

ক্র:নং	কমিটির সদস্য	কমিটিতে পদবি
০১.	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	আহবায়ক
০২-০৪.	ডীন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, সিলেট/শেরে-বাংলা/বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
০৫.	উপপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
০৬.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
০৭.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি অধিদপ্তর	সদস্য
০৮.	প্রতিনিধি, পরিবেশ ও বন অধিদপ্তর	সদস্য
০৯.	প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, চা বোর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, বিজিবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য

৭৪

ক্র:নং	কমিটির সদস্য	কমিটিতে পদবি
১৫.	প্রতিনিধি, বেলা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, ক্যাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, UBINIC (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, BARCIK	সদস্য
১৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(৩) উপজেলা কমিটি:

ক্র:নং	কমিটির সদস্য	কমিটিতে পদবি
০১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	আহবায়ক
০২.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
০৩.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
০৪.	প্রতিনিধি, অফিসার ইন চার্জ (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
০৫.	প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৭.	প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৮.	প্রতিনিধি, চা বোর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৯.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, এনজিও	সদস্য
১১.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য সচিব

খ) এ সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং চা-বোর্ডের প্রতিনিধি, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে;

গ) নিষিদ্ধ বালাইনাশক আমদানি, পরিবহন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিতকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থাকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কমিটিসমূহকে আরো কার্যকর ও মনিটর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশিক্ষণ মডিউলে বালাইনাশক সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

চ) বালাইনাশকের অপব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য/সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিত রিপোর্ট প্রদান করে অনুলিপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্ব স্ব অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর এবং মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর স্ব স্ব উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করবেন;

ছ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবে (Quality Control Lab) কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং পশুখাদ্যে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ (residue) এবং ভারীধাতুর (Heavy metal) উপস্থিতি নিরূপণের পরীক্ষা করতে হবে;

-৪০-

জ) ক্ষতিকর বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং নিষিদ্ধ বালাইনাশকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হাওর অঞ্চলের জেলাসমূহে সেমিনার/সভা আয়োজন করবে;

ঝ) বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ এর আলোকে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ দ্রুত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো এবং বালাইনাশক বিধিমালা হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গঠিত কারিগরি কমিটিতে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

ঞ) উপকারী কীটপতঙ্গ যেমন: মৌমাছি ফসল ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় অপ্রয়োজনীয় ও মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে এসকল উপকারী কীটপতঙ্গের মৃত্যু/ধ্বংস না ঘটে সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন;

ট) নতুনভাবে বালাইনাশক আমদানির লাইসেন্স দেওয়ার পূর্বে অধিকতর যাচাই-বাছাই করতে হবে। তাছাড়া, বর্তমানে লাইসেন্সপ্রাপ্তদের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে;

ঠ) বালাইনাশক উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবহার এবং ট্রান্সবাউন্ডারী ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটর করতে হবে।

০৫। সভায় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ফরিদা আখতার) ৬.৬.২৫
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়